COMPILED AND CIRCULATE BY : PROF. MADHUMITA ADDYA ,GUEST TEACHER, DEPT. OF BENGALI, NARAJOLE RAJ COLLEGE

U.G 2nd sem (GE)

Title- কাব্যসাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ

(নির্বাচিত কবি)

(১)

কবি নজরুল ইসলাম (১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ)

কবিতা কবিহৃদয়ের সৃষ্টি রহস্যের প্রতিফলন হলেও সৃষ্টিরহস্যের প্রেরনাই কবিতাসৃষ্টির শেষ কথা নয়, কবি সমাজবদ্ধ জীব বলে তাঁর কবিতায় দেশ-কাল, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ ক্রিয়াশীল থাকে। কবির চেতনা শুধু যে স্বদেশের সীমায় আবদ্ধ থাকে, তাই নয়; স্বাদেশিক বৃত্তের বাইরে অবস্থিত বিশ্বেরও প্রতিফলন সেখানে ঘটতে পারে। সেই অর্থে কবি যেমন স্বাদেশিক তেমনি আন্তর্জাতিকও বটে। কোনো কবিই সমকালীন যুগ, সমাজ, সমাজের সার্বিক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকতে পারেন না, সেদিক থেকে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও ব্যতিক্রম নন।

রবীন্দ্র-সমকালীন কবি হলেন নজরুল ইসলাম। কবি নজরুল ইসলামের লেখা প্রথম কবিতা হল 'মুক্তি'। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল —

অগ্নিবীনা — ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ
দোলনচাঁপা — ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ
বিষের বাঁশি — ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
ভাঙার গান — ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
ছায়ানট — ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
সাম্যবাদী — ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
চিত্তনামা — ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ
সর্বহারা — ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
ফনিমনসা — ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
সিন্ধুহিন্দোল — ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
সাত ভাই চম্পা — ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
জিঞ্জীর — ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
সঞ্চিতা — ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ
চক্রবাক — ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
সন্ধ্যা — ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
নতুন চাঁদ — ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মরুভাস্কর — ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
শেষ সওগাত — ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম — ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দ
বাড় — ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ ইত্যাদি।

এছাড়া তিনি উপন্যাস (বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা), ছোটোগল্প সংকলন (ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা), নাটক (ঝিলিমিলি, আলেয়া), গীতিনাট্য (পুতুলের বিয়ে, মধুমালা), প্রবন্ধ (যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী, ধূমকেতু) ও সংগীতগ্রন্থ (বুলবুল ১ম খণ্ড, চোখের চাতক, নজরুল-গীতিকা, সুরসাকী, বনগীতি, গুলবাগিচা, চন্দ্রবিন্দু, রাঙাজবা প্রভৃতি) লিখেছেন।

প্রাক্-রবীন্দ্র পর্বে যে রোমান্টিক আবেগ বাংলা কবিতাকে মোহময় স্বপ্নের জগতের মধ্যে আত্মগোপন করে রেখেছিল, সেই স্বপ্নের জাল ছিন্ন করে রবীন্দ্রোত্তর পর্বে নজরুল সম্পূর্ণ নতুনবাণী প্রকাশ করেছিলেন। যে কারণে নজরুলের প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন —

'রবীন্দ্রনাথের পর নজরুলই প্রথম মৌলিক কবি।'

['রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ]।

নজরুল ছিলেন যুগসচেতন কবি। পরবর্তীকালের কবিরা নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

নজরুলের কাব্য-কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(১) নজরুলের কাব্য-কবিতায় সমাজের সর্বস্তরের শাসন-শোষণ ও অসঙ্গতির চিত্র প্রতিফলিত।

(২) তাঁর অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, সর্বহারা, ফণিমনসা, প্রভৃতি কাব্যে সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক-শাস্ত্রীয় প্রভৃতি সর্ববিধ অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত, স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও সেসব কাব্যে ধ্বনিত। নজরুলের এই জাতীয় চিন্তার প্রতিফলনের মূলে আছে তাঁর নিজস্ব সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা। তাঁর কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে সামাজিক কুসংস্কার, শোষণ, পীড়ন, দুর্নীতি ও কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

(৩) নজরুল ইসলাম সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভরণের জন্য সাম্যবাদকে বরণ করে নিয়েছেন। তাঁর শ্রমিকের গান, সাম্যবাদী, মানুষ, পাপ, বারাঙ্গনা, কুলিমজুর, ফরিয়াদ প্রভৃতি কবিতার মর্মকেন্দ্রে রয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলি এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়:

ক. গাহি সাম্যের গান / মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

খ. সাম্যের গান গাই / যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।

P.T.O

তাঁর চেতনায় সাম্রাজ্যবাদ জলদস্যু ও ডাকাত রূপে অভিহিত — (৩)

(গ) পরের মুলুক লুট করে খায়/ ডাকাত তারা ডাকাত।

(ঘ) অধীন ভারত তোমারে স্মরণ করিয়াছে শতবার।

তব হাতে ছিল জলদস্যুর ভারত প্রবেশ দ্বার।

তিনি ধনীর প্রাসাদে শ্রমিকের ঘাম প্রত্যক্ষ করেছেন — শ্রমিককে খাটিয়ে নিয়ে তার উপযুক্ত বেতন না দিয়ে ধনিক তার মুনাফা অর্জন করে। এর থেকে মুক্তি পেতে নজরুল বর্ণ-ধর্ম শ্রেণীহীন যে সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন যেখানে সমস্ত মানুষই বর্ণ-ধর্ম-অর্থনীতিতে সমান মানুষ হবে।

(৪) তাঁর কবিমানসে ধর্মের উদারতার দিকটি প্রতিফলিত। সমাজ ও জাতীয়জীবনে সাম্য উদারতা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য।

(৫) নজরুল লক্ষ্য করেছেন, সমাজে শ্রমিক-কৃষকের ন্যায় নারীরাও বঞ্চিতা, নিগৃহীতা, নিপীড়িতা। পুরুষ কর্তৃক সমাজে নারীর ভূমিকাকে অস্বীকার করার তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি। তাই বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টির পিছনে পুরুষের ন্যায় নারীরাও যে সমানভাবে দাবীদার - তা প্রকাশ করেছেন তাঁর 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছের 'নারী' কবিতায়।

(৬) কাব্য নির্মাণে তিনি রবীন্দ্রজাল ছিন্ন করে প্রথম বিচিত্র পথগামী কবি হয়ে উঠলেন।

(৭) কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সচেতন শব্দপ্রয়োগ, ছন্দ-অলংকার, যতিচিহ্নের ব্যবহার - এ তিনি অনন্য।

নজরুল বিদ্রোহী ভাবনার কবি। তিনি রোমান্টিক কবি কিন্তু সাহিত্যিকের Commitment-কে তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলেই বাংলা কাব্যকবিতার ইতিহাসে তাঁর পরিচিতি মূলত বিদ্রোহী কবি রূপে।